এই সময়
YOUNG BENGAL GLOBAL BENGALI

প্রস্টেট ক্যান্সারের সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব! ভয় না পেয়ে প্রচার করুন

রজত কর্মকার, EiSamay.Com| Mar 24, 2018, 10.25 PM IST
রজত কর্মকার

ক্যান্সার শব্দটি শুনলেই সাধারণত জনমানসে একটা ধারণা জন্মায়, আর ক'টা দিন মাত্র সময় রয়েছে। এই রোগ কখনও সারতে পারে না। এই ধারণা প্রায় এক দশক পুরনো। কিংবা তারও বেশি সময় পুরনো হতে পারে। কারণ সম্প্রতি যুবরাজ সিং থেকে মনীষা কৈরালা, প্রাক্তন ক্রিকেটার অরুণ লাল সকলেই ক্যান্সারকে পরাজিত করে ফিরে এসেছেন স্বাভাবিক জীবনে। প্রস্টেট ক্যান্সার এমন এক ক্যান্সার যা ধরা পড়লে সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায়। এমনকী যদি ধরা পড়তে দেরিও হয়, সে ক্ষেত্রেও সঠিক চিকিত্সায় দীর্ঘ দিন সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকা যায়।

শনিবার মধ্য কলকাতার দ্য বেঙ্গল ক্লাবে প্রস্টেট ক্যান্সার ফাইন্ডেশন এবং বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে একটি আড্ডার আয়োজন করা হয়, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রস্টেট ক্যান্সার সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে সচেতনতা প্রসার করা। অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা ডা. অমিত ঘোষ ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন SSKM-এর প্রাক্তন অধ্যাপক ডা. অসীম দত্ত, ডা. অভিষেক বসু, ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের মধ্যে ডা. অসীম দত্ত নিজে প্রস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ৯৩ বছর বয়সে তিনি এখনও যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই লিখতে পারছেন, তার অনেকটা কৃতিত্ব তিনি দেন তাঁরই প্রাক্তন ছাত্র ডা. অমিত ঘোষ-কে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাল-লয়ের অনবদ্য মায়াজাল তৈরি করেন পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ।

অনুষ্ঠানে পারফর্ম করছেন পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ

আড্ডায় এটাও উঠে আসে, যে প্রস্টেট ক্যান্সার হলেই যে কেউ মারা যাবেন এমনটা নয়। কিন্তু তিনি যদি রোগটি পুষে রাখেন এবং চিকিত্সকদের পরামর্শ না নেন সে ক্ষেত্রে তাঁদের অনেক ভুগতে হবে। ডা. অমিত ঘোষ বলেন, 'সাধারণত ৫০-এর পর থেকেই প্রস্টেটের সমস্যা বেশি দেখা যায়। যদি কারও ঘনঘন প্রস্রাব পায়, জ্বাল করে, পিঠে যন্ত্রণা হয় সে ক্ষেত্রে দেরি না করে চিকিত্সকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এ গুলোই প্রস্টেটের সমস্যার প্রধান লক্ষণ। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন এই রোগের ক্ষেত্রে প্রথমেই এগিয়ে আসাটা অত্যন্ত প্রয়োজন। যত দ্রুত এগিয়ে আসবেন, তত দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। এটা শুধুমাত্র চিকিত্সকদেরই দায়িত্ব নয়, দায়িত্ব গোটা সমাজের। বাড়ির প্রবীণদের দিকে নজর রাখুন, তাঁদের যত্ন নিন।'